

প্রথম খণ্ড

19 JUL 2025

বাংলাদেশসহ প্রতিযোগীদের বাজার দখলে চোখ ভারতের

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুষ্ক

বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র তুলনামূলক উচ্চ হারে পাল্টা শুষ্ক আরোপ করায় ভারতের সামনে সুযোগ তৈরি হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগী দেশগুলোর তৈরি পোশাক রপ্তানির বাজার দখলের সম্ভাবনা দেখছে ভারত। মূলত বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তুলনামূলক উচ্চ হারে পাল্টা বা রেসিপ্রোক্যাল শুষ্ক আরোপ করায় ভারতের সামনে সুযোগ তৈরি হয়েছে। তারা সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে চায়। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। খবর দ্য ইকোনমিক টাইমস ও দ্য হিন্দু বিজনেস লাইনের।

এসবিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে এখন ভারতের হিস্যা ৬ শতাংশ। এর সঙ্গে প্রতিযোগী দেশগুলোর কাছ থেকে ৫ শতাংশ বাজার হিস্যা নিতে পারলে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শূন্য দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, রাসায়নিক খাতে শক্তিশালী অবস্থানের পাশাপাশি বস্ত্র খাতে তুলনামূলক সুবিধা থাকায় ভারতের তৈরি পোশাক ও পোশাকশিল্পের সরঞ্জাম যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে নিয়মিত রপ্তানি হয়। তবে এই খাতে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা রয়েছে ভারতের।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার শীর্ষ পাঁচ রপ্তানি পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক অন্যতম। যেমন—যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির প্রায় ৮৮ শতাংশ, কম্বোডিয়ার ৩১ শতাংশ ও ইন্দোনেশিয়ার ১৫ শতাংশ তৈরি পোশাক। এই দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুষ্কের মুখে পড়ায় ভারতের সামনে বাজারটিতে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে, এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে এসবিআইয়ের প্রতিবেদনে।

৭ জুলাই বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ মোট ১৪টি দেশের ওপর নতুন

চলতি মাসে ২১ দেশের পণ্যে পাল্টা শুষ্ক ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে বাংলাদেশ ৩৫%, কম্বোডিয়া ৩৬%, মিয়ানমার ৪১%, শ্রীলঙ্কা ৩০%, ভিয়েতনাম ২০% শুষ্কের মুখে পড়েছে।

করে শুষ্কহার নির্ধারণের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। তাতে বাংলাদেশি পণ্যে বাড়তি শুষ্ক প্রযোজ্য হবে ৩৫ শতাংশ। হোয়াইট হাউসের ৯০ দিনের শুষ্ক বিরতির সময়সীমা শেষ হয়ে আসছে। তার আগেই ট্রাম্প ঘোষণাটি দেন। ৯ জুলাই থেকে শুষ্ক কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও সেটি পিছিয়ে ১ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে দর-কষাকষি করতে পারলে শুষ্কহার কমতে পারে, অন্যথায় ঘোষিত হার কার্যকর হবে। যদিও তিন মাস আগে সব দেশের পণ্য রপ্তানির ওপর ১০ শতাংশ পাল্টা শুষ্ক কার্যকর করেছে দেশটি।

চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ২১টি দেশের পণ্যের ওপর নতুন করে পাল্টা শুষ্ক ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তার মধ্যে বাংলাদেশের পণ্যে ৩৫ শতাংশ, কম্বোডিয়ার পণ্যে ৩৬ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ৩২ শতাংশ, মিয়ানমারের পণ্যে ৪১ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার পণ্যে ৩০ শতাংশ শুষ্ক আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিয়েতনামের পণ্যের ওপর পাল্টা শুষ্ক হতে পারে ২০ শতাংশ, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন ঘোষণা দিলেও এখন পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি হয়নি। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে শিগগিরই চুক্তি হবে এমন ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভারতের ক্ষেত্রে পাল্টা শুষ্ক ২০ শতাংশের নিচে নামতে পারে এমন কথা বলছে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো।

পাল্টা শুষ্ক কমাতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে আলোচনা চলমান রয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আলোচনা করতে শিগগিরই ওয়াশিংটন যাবে। ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করে পাল্টা শুষ্ক ৩২ থেকে ১৯ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। শেষ পর্যন্ত কোন দেশের পণ্যে পাল্টা শুষ্ক কত হবে সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।



BD RMG exports slip as China t

This shift sharpens price competition, cuts margins, and press

MONIRA MUNNI

Bangladesh's ready-made garment (RMG) sector may face rising competition in the European Union (EU), its top export market, as exports declined in May and China redirects its focus to the region amid high US tariffs, according to industry insiders.

They fear that US-imposed tariffs - including a proposed 35 per cent tariff on Bangladeshi products - may prompt many local exporters, as well as competitors like China, Vietnam, Cambodia, India, and Pakistan, to shift their focus more heavily to the 27-nation EU bloc.

This shift could intensify price competition, squeeze profit margins, and make it harder for Bangladeshi exporters to remain competitive.

A recent report by QIMA, a global supply chain compliance service provider, shows that in Q2 2025, demand from European brands for product inspections in China grew by more than 5 per cent year-on-year.

Demand rose sharply in the Netherlands (27 per cent), Austria (21 per cent), Spain (6 per cent), Poland (5 per cent), and Germany (4 per cent). In contrast, inspections and audits by US buyers in China dropped by 24 per cent.

Although Bangladesh's RMG exports to



the EU grew by 17.8 per cent to €8.97 billion in the first five months (January-May) of 2025 compared to €7.61 billion a year earlier, exports to the EU dropped sharply in May.

According to Eurostat, the statistical office of the EU, apparel exports in May fell by 10.5 per cent year-on-year to €1.43 billion - the first decline of the year - from €1.59 billion in May 2024.

This fall contrasts with the strong performance earlier in 2025, including a

sharp 60.8 per cent rise in exports to the EU, industry experts say, driven by inventory restocking and temporary demand spikes. Meanwhile, China's apparel exports to the EU reached €9.04 billion in May 2025, marking a 12.3 per cent increase. The EU's total apparel imports grew 12.3 per cent to €3.1 billion in the same period, up from €2.8 billion a year ago.

Among other key competitors

... said. ... support ... policy ...

ST ... of ... M ...

Slip as China targets EU market

...n, cuts margins, and pressures BD exporters

Exports to EU fall
Garment price
like Vietnam,
EU presence
increase
demand
reduce
credits in China

Major BD exporters divert production to EU market
Exporters accept low-priced orders to stay afloat



er cent to €8.97
e months (January-
red to €7.61 billion a
to the EU dropped
t, the statistical
arel exports in May
ear-on-year to
st decline of the year
in May 2024.
th the strong
in 2025, including a

sharp 60.8 per cent rise in January, which industry experts say could have been driven by inventory restocking or temporary demand spikes. Meanwhile, China's apparel exports to the EU reached €9.04 billion between January and May 2025, marking a 17.1 per cent increase. The EU's total apparel imports grew 12.3 per cent to €36.82 billion in the same period, up from €32.79 billion a year ago. Among other key competitors: Vietnam's

exports rose by 15.7 per cent to €1.69 billion; Pakistan's by 20 per cent to €1.63 billion; Cambodia's by 30.3 per cent to €1.77 billion; and India's by 19.1 per cent to €2.38 billion. Sayeed Ahmad Chowdhury, director of Operations at Square Denim, told The Financial Express that uncertainty in the US market due to new tariff rules has already pushed them to divert production to the EU. "We've started working with EU buyers like Inditex, which offer better prices and more consistent orders," he said. He also pointed out that the closure of major players like Beximco, Nassa, and Mahmud Group has freed up capacity for EU-focused production. If the proposed 35 per cent tariff takes effect after August, it will further hurt pricing, he warned. "There's always price pressure from the US. Often, suppliers are forced to absorb part of the extra 10 per cent tariff, which is unsustainable," Mr Sayeed added. Former Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) president Fazlul Hoque said China may try to make up for lost ground in the US by expanding in the EU, which could further drive down prices and pressure Bangladeshi exporters.

"The US tariffs will also push local large exporters - heavily dependent on the US - to shift to the EU, Japan, and Australia, adding to competition," he said. At the same time, Bangladesh's high cost of doing business, due to rising energy prices, utility costs, and wage hikes, adds to exporters' struggles. Exporters worry that if competitor countries like India face lower US tariffs, Bangladesh may lose its pricing advantage. Many exporters are already accepting work orders below production cost just to stay afloat and pay workers. According to BGMEA data, Bangladesh exported 1.23 billion kilograms of garments to the EU in 2024 - a 10.18 per cent rise from 1.10 billion kg in 2023. However, the average price per kg dropped to \$16.07 from \$16.88 - a 4.84 per cent decline - highlighting continued pressure on pricing.
munni_fe@yahoo.com



20 JUL 2025

সমকাল

যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের শুল্কে বড় ছাড় দিতে প্রস্তুত ঢাকা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া শর্ত নিয়ে শিগগির তৃতীয় দফার আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে। এর আগে দেশটির সঙ্গে সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ঢাকার পক্ষ থেকে অবস্থানপত্র পাঠানো হবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে শুল্কে ব্যাপক ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি অশুল্ক বাধা কাটিয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। তবে বাণিজ্যের বাইরে দেশের সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হয় এমন কোনো শর্তে রাজি হবে না বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, দ্বিতীয় দফার বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক চুক্তির জন্য শেষ সময়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। এর অংশ হিসেবে চলছে একের পর এক বৈঠক। গত সোমবার অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকের পর বুধবার সচিবালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়েছে, যার নেতৃত্বে ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ খাদ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, কৃষি, পররাষ্ট্র ইত্যাদি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আজ রোববার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আরও একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টার সভাপতিত্বে এ বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান গতকাল শনিবার সমকালকে বলেন, তৃতীয় দফার আলোচনার মধ্য দিয়ে শুল্ক ইস্যুতে ন্যায্য সমাধান হবে বলে আশা করছে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ। সম্ভাব্য চুক্তির প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা সেশনে আলোচনা হবে। তাই উভয় দেশ প্রস্তুতি গ্রহণে একটু সময় নিচ্ছে। হয়তো এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র এখনও পরবর্তী আলোচনার দিনক্ষণ জানায়নি। যেহেতু ১ আগস্টের আগেই বিষয়টি সমাধান হওয়া দরকার, তাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দ্রুত আলোচনার 'শিডিউল' ঠিক করার জন্য অনুরোধ করা হবে। আলোচনা শুরুর আগেই বাংলাদেশের অবস্থানপত্র

- চুক্তি নিয়ে সরকারের অবস্থানপত্র চূড়ান্তে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক আজ
- উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনার উদ্যোগ

তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অবস্থানপত্রে কী থাকছে— এমন প্রশ্নে গোপনীয়তার চুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিস্তারিত বলা ঠিক হবে না। তবে সার্বিকভাবে দেশের স্বার্থ রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে শুল্ক কমাতে ঢাকা-ওয়াশিংটন দরকষাকষির প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র তাদের পণ্য রপ্তানিতে যেসব শুল্ক সুবিধা চায়, তা দেওয়ার বিষয়ে সরকার ইতিবাচক। একই সঙ্গে যেসব অশুল্ক বাধার বিষয় সামনে এসেছে, তাও সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। তবে বাণিজ্যের বাইরের কিছু বিষয় রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের আপত্তি রয়েছে। দ্বিতীয় দফার বৈঠকেও তাদেরকে বাংলাদেশের এ অবস্থান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

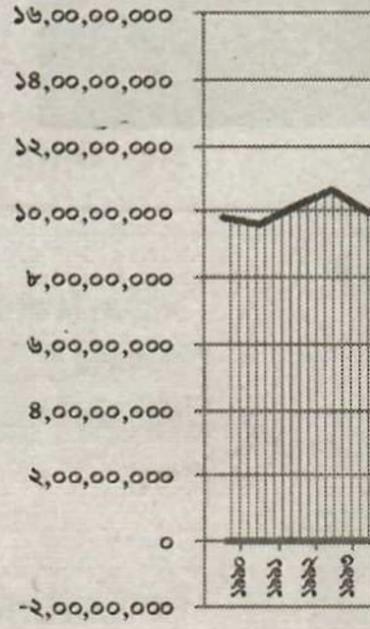
সূত্র জানায়, সরকার জানতে পেরেছে যে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েকটি দেশের শুল্কহার কমিয়ে চুক্তিতে সমঝোতা করেছে। সেসব দেশও বাণিজ্যের বাইরে 'স্পর্শকাতর' শর্তে রাজি হয়নি। কাজেই বাংলাদেশও সে রকম সিদ্ধান্তই আশা করছে। তৃতীয় দফার আলোচনায় সহায়তার জন্য ব্যবসায়ীদের একটি দল যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) কার্যালয়ের বৈঠক করার সুযোগ না থাকলেও এ ব্যবসায়ীরা শুল্ক কমাতে চাপ সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবেন।



গম উৎপাদনে চীন



বিশ্বের শীর্ষ গম উৎপাদনকারী দেশ চীন। দেশটি খাদ্যশস্যটি উৎপাদনে গত বছরও প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে। তবে চলতি বছরের গ্রীষ্ম মৌসুমে উৎপাদন কিছুটা কমেছে। হেনান প্রদেশসহ কয়েকটি প্রধান উৎপাদনকারী এলাকায় খরার কারণে ফলন কিছুটা কমে গেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। যদিও এ সময় দেশটি গমের মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। এছাড়া খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশটির সরকার উৎপাদনকারীদের জন্য সহায়তা কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে



উৎপাদন (টন)

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	৯,৮২,২৯,০০০	৮.১৭%
১৯৯১	৯,৬০,০০,০০০	-২.২৭%
১৯৯২	১০,১৫,৯০,০০০	৫.৮২%
১৯৯৩	১০,৬৩,৯০,০০০	৪.৭২%
১৯৯৪	৯,৯৩,০০,০০০	-৬.৬৬%
১৯৯৫	১০,২২,১৫,০০০	২.৯৪%
১৯৯৬	১১,০৫,৭০,০০০	৮.১৭%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	১২,৩২,৮৯,০০০	১১.৫০%
১৯৯৮	১০,৯৭,২৬,০০০	-১১.০০%
১৯৯৯	১১,৩৮,৮০,০০০	৩.৭৯%
২০০০	৯,৯৬,৩৬,০০০	-১২.৫১%
২০০১	৯,৩৮,৭৩,০০০	-৫.৭৮%
২০০২	৯,০২,৯০,০০০	-৩.৮২%
২০০৩	৮,৬৪,৮৯,০০০	-৪.২১%

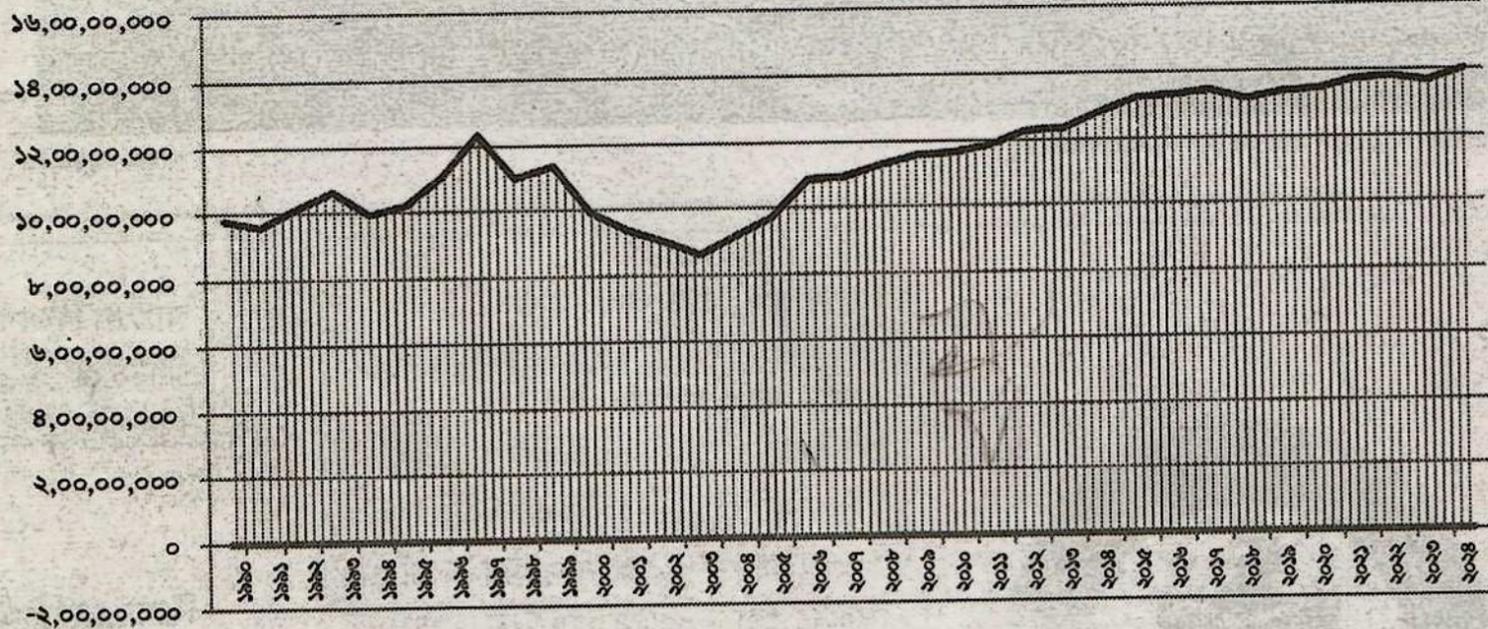
সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৮	৯,১৯,৫২,০০০	৬.৩২%
২০০৯	৯,৭৪,৪৫,০০০	৫.৯৭%
২০১০	১০,৮৪,৬৬,০০০	১১.৩১%

বণিক বার্তা

20 JUL 2023

গম উৎপাদনে চীন

উৎপাদনকারী
খাদ্যশস্যটি
ও প্রবৃদ্ধি বজায়
তি বছরের গ্রীষ্ম
কছুটা কমেছে।
কয়েকটি প্রধান
লাকার খরার
টা কমে গেছে
ংলিষ্টরা। যদিও
মের মজুদ ও
তিশীলতা বজায়
খাদ্যনিরাপত্তা
শটির সরকার
জন্য সহায়তা
লিয়ে যাচ্ছে



সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৮	৯,১৯,৫২,০০০	৬.৩২%
২০০৯	৯,৯৮,৮৫,০০০	৮.৬৯%
২০১০	১০,৬৮,৬৬,০০০	১১.৩১%
২০১১	১২,৫০,০০,০০০	১৬.৯৮%
২০১২	১১,৮২,৯৫,০০০	৫.৪৭%
২০১৩	১২,০৬,৩৯,০০০	১.৯৭%
২০১৪	১২,৮২,৩৫,০০০	৬.২৯%
২০১৫	১৩,২৫,৫৫,০০০	৩.৩৭%
২০১৬	১৩,০১,৮৮,০০০	-১.৭৮%
২০১৭	১৩,৮২,৮১,০০০	৬.২২%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	১৩,১৮,৮১,০০০	-২.০৯%
২০১৯	১৩,৩৬,০০,০০০	১.৬৪%
২০২০	১৩,৮২,৫০,০০০	৩.৪৯%
২০২১	১৩,৬৯,৮৬,০০০	-০.৯১%
২০২২	১৩,৯৯,২৩,০০০	২.১৫%
২০২৩	১৮,০০,৯৯,০০০	২৮.৬৬%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৮	৯,১৯,৫২,০০০	৬.৩২%
২০০৯	৯,৯৮,৮৫,০০০	৮.৬৯%
২০১০	১০,৬৮,৬৬,০০০	১১.৩১%
২০১১	১২,৫০,০০,০০০	১৬.৯৮%
২০১২	১১,৮২,৯৫,০০০	৫.৪৭%
২০১৩	১২,০৬,৩৯,০০০	১.৯৭%
২০১৪	১২,৮২,৩৫,০০০	৬.২৯%
২০১৫	১৩,২৫,৫৫,০০০	৩.৩৭%
২০১৬	১৩,০১,৮৮,০০০	-১.৭৮%
২০১৭	১৩,৮২,৮১,০০০	৬.২২%
২০১৮	১৩,১৮,৮১,০০০	-২.০৯%
২০১৯	১৩,৩৬,০০,০০০	১.৬৪%
২০২০	১৩,৮২,৫০,০০০	৩.৪৯%
২০২১	১৩,৬৯,৮৬,০০০	-০.৯১%
২০২২	১৩,৯৯,২৩,০০০	২.১৫%
২০২৩	১৮,০০,৯৯,০০০	২৮.৬৬%

সূত্র : ইনডেক্স মুভি

